গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
www.goalanda.rajbari.gov.bd

গোয়ালন্দ উপজেলাকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মো: জাকির হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী
সভার স্থান : উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ : ০৩-০১-২০২৩ খ্রি:
সময় : সকাল ১১:০০ টা

সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সূচনা বক্তব্যে সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর দুর্নীতিমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন সফলভাবে বাস্তবায়ন করছেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এবং এর সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আবেগ জড়িয়ে আছে। ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের পুনর্বাসনে এই প্রকল্প গরীব দুঃখী মানুষের একমাত্র ভরসার স্থল হয়ে দাড়িয়েছে। সে কারণে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনে সকলকে সেবার ব্রত নিয়ে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়।

সভাপতি জানান মুজিববর্ষ উপলক্ষে চারধাপে এ উপজেলায় ৬৭৯ টি গৃহ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সকল গৃহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জমিসহ ঘর বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জমিসহ ঘরের জন্য কিছু আবেদন পাওয়া গিয়েছে। সরেজমিনে যাচাই-বাছাই শেষে ৭টি আবেদন বৈধ মর্মে গণ্য হয়। জুন ২০২৩ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং পৌরসভা হতে প্রাপ্ত আবেদন যাচাইয়ান্তে প্রতীয়মান হয় এ উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ 'ক' শ্রেণির উপকারভোগী নেই বললেই চলে। সুতরাং উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত উপজেলা ঘোষণার উপযুক্ত। উপস্থিত সকলকে মতামত প্রদানের আহবান জানানো হয়।

চেয়ারম্যান, দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, তাঁর ইউনিয়নে ইত:পূর্বে ১ম ,২য় ও ৩য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির সর্বমোট ২২৭ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তার ইউনিয়নে নতুন করে আরও ১৫ টি টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পাওয়া গেছে। উক্ত ১৫টি পরিবারকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন প্রকল্পের আওতায় এনে গৃহ প্রদানে করা হলে এ ইউনিয়ন ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত হবে। তবে এ ইউনিয়নে 'খ' শ্রেণির বহু সংখ্যক পরিবার রয়েছে। যাদের জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে যা বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তিনি সে সকল পরিবারকে 'খ' শ্রেণির আওতায় এনে পুনর্বাসনের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, দৌলতদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ একটি নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা। প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনের ফলে এ ইউনিয়নে বহু সংখ্যক লোক ভূমিহীন-গৃহহীন হয়ে পড়ে। নতুন করে এ ধরণের ভূমিহীন-গৃহহীন পাওয়া গেলে তাদেরকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান, দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, তাঁর ইউনিয়নে ইত:পূর্বে ১ম ,২য় ও ৩য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির সর্বমোট ১৫৭ টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে এ ইউনিয়নে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার নেই বললেই চলে। তবে এ ইউনিয়নে 'খ' শ্রেণির বহু সংখ্যক পরিবার রয়েছে। যাদের জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে যা বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তিনি সে সকল পরিবারকে 'খ' শ্রেণির আওতায় এনে পুনর্বাসনের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, তার দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ একটি নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা। প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনের ফলে এ ইউনিয়নে বহু সংখ্যক লোক ভূমিহীন-গৃহহীন হয়ে পড়ে। নতুন করে এ ধরণের ভূমিহীন-গৃহহীন পাওয়া গেলে তাদেরকে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন হিসেবে তালিকাভূক্ত করা যেতে পারে। চেয়ারম্যান, দেবগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ আরও বলেন যে, তার ইউনিয়নে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার নেই বললেই চলে। সুতরাং দেবগ্রাম ইউনিয়ন ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান,ছোটভাকলা ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, তাঁর ইউনিয়নে ইত:পূর্বে ১ম ,২য় ও ৩য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির সর্বমোট ১৩১ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তবে এ ইউনিয়নে 'খ' শ্রেণির বহু সংখ্যক পরিবার রয়েছে। যাদের জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে যা বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তিনি সে সকল পরিবারকে 'খ' শ্রেণির আওতায় এনে পুনর্বাসনের অনুরোধ করেন। চেয়ারম্যান, ছোটভাকলা ইউনিয়ন পরিষদ আরও বলেন যে, তার ইউনিয়নে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার নেই বললেই চলে। সুতরাং ছোটভাকলা ইউনিয়ন ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।

চেয়ারম্যান, উজানচর ইউনিয়ন পরিষদ বলেন, তাঁর ইউনিয়নে ইত:পূর্বে ১ম ,২য় ও ৩য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির সর্বমোট ১৫৫ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তবে এ ইউনিয়নে 'খ' শ্রেণির বহু সংখ্যক পরিবার রয়েছে। যাদের জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে যা বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তিনি সে সকল পরিবারকে 'খ' শ্রেণির আওতায় এনে পুনর্বাসনের অনুরোধ করেন। চেয়ারম্যান, উজানচর ইউনিয়ন পরিষদ আরও বলেন যে, তার ইউনিয়নে 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার নেই বললেই চলে। সুতরাং উজানচর ইউনিয়ন ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সভায় অবহিত করেন, পৌরসভায় ইত:পূর্বে ১ম ,২য় ও ৩য় পর্যায়ে 'ক' শ্রেণির সর্বমোট ০৯ টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তবে পৌরসভায় 'খ' শ্রেণির বহু সংখ্যক পরিবার রয়েছে। যাদের জমি আছে কিন্তু জরাজীর্ণ ঘর রয়েছে যা বসবাসের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। তিনি সে সকল পরিবারকে পুনর্বাসনের অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পৌরসভায় 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার নেই বললেই চলে। সুতরাং গোয়ালন্দ পৌরসভাকে ভূমিহীন-গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।

সভাপতি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে যাতে কোন অনিয়ম বা গাফিলতি না হয় এবং বসবাসরত উপকারভোগীদের শতভাগ অবস্থান নিশ্চিতকরণে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও "এক ইঞ্চি জমি অনাবাদী রাখা যাবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ আহবানে সাড়া দিয়ে আশ্রয়ণের অব্যবহৃত সকল স্থানে শাক-সবজি চাষাবাদে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় কোন আলোচনা না থাকায় সদস্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৩/০১/২০২৩

(মো: জাকির হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা
টাস্কফোর্স কমিটি
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।

নম্বর: ০৫.৩০.৮২২৯.১৮.০০১.১০৯.২০২(ক)

তারিখ: ১৯ পৌষ ১৪২৯
৩ জানুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। আলহাজ্ব কাজী কেরামত আলী, মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজবাড়ী-১ আসন।
২। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী।
৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
৪। সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।
৫। উপজেলা ---------- কর্মকর্তা, গোয়ালন্দ,রাজবাড়ী।
৬। চেয়ারম্যান, ---------- ইউ,পি (সকল) ।
৭। অফিস কপি।

০৩/০১/২০২৩

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী